তোতা ইতিহাস।

বাঙ্গালা ভাষাতে

শ্রীচণ্ডীচরন মুন্‌শীতে রচিত।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।

১৮০৫।

তোতা ইতিহাস।

প্রথম ইতিহাস।

ময়মুনের জন্ম ও খোজেস্তার প্রেমগ্রস্ত হওয়ার বিবরণ।

পূর্ব্ব কালের ধনবানেরদের মধ্যে আমদসুলতান নামে এক জন ছিলেন তাঁহার প্রচুর ধন ও ঐশ্বর্য্য এবং বিস্তর সৈন্যসামন্ত ছিল এক সহস্র অশ্ব পঞ্চশত হস্তী নবশত উষ্ট্র ভারের সহিত তাঁহার দ্বারে হাজীর থাকিত কিন্তু তাঁহার সন্তান সন্ততি ছিল না এইকারণ তিনি দিবারাত্রি ও প্রাতে ও সন্ধ্যাতে ঈশ্বরপূজকেরদের নিকটে গমন করিয়া সেবার দ্বারা সন্তানের বর প্রার্থনা করিতেন। কতক দিবস পরে ভগবান সৃষ্টিকর্ত্তা সূর্য্যের ন্যায় বদন চন্দ্রের ন্যায় কপাল অতি সুন্দর

এক পুত্র তাঁহাকে দিলেন। আমদসুলতান ঐ সন্তান পাইয়া বড় প্রফুল্ল চিত্ত পুষ্পবৎ বিকশিত হইয়া সেই নগরস্থ প্রবীন লোক আর মন্ত্রী ও পণ্ডিত এবং শিক্ষাগুরু আর ফকিরেরদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক আনিয়ন করিয়া বহুমূল্য খেলাৎ বস্ত্রাদি দিলেন যখন সেই বালকের সপ্তম বৎসর বয়ঃক্রম হইল তখন আমদসুলতান এক জন বিদ্বান লোকের স্থানে পড়িবার জন্যে সেই পুত্রকে সমর্পণ করিলেন। কতক দিবসেতে সেই বালক আরবী ও পারস্য শাস্ত্রের সমুদায় পুস্তক পড়িয়া সমাপ্ত করিয়া রাজসভার রীতিমত কথোপকথন আর বসন ভূষণ শিক্ষা করিলেন। তার পর রাজার আর সভাস্থ লোকেরদের পসন্দেতে ওত্তম হইলেন।

আমদসুলতান সেই বালকের ন্যায় ময়মন ধাতু... য়া খোজেস্তা নামে সুন্দরী সূর্য্যমুখী চন্দ্রের ন্যায় শরীর এক কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন। তাঁহারদের স্ত্রী পুরুষ দুই জনেতে যথেষ্ঠ প্রীতি হইল।

প্রতি দিন তাঁহারা একত্র আহ্লাদ ও আমোদে থা
কেন ও ভোজন করেন ও নিদ্রা যান। এক দিবস
ময়মুন পালকিতে আরোহন করিয়া বাজারের
কৌতুক দেখিতে গেলেন বাজারের মধ্যে এক
ব্যক্তি তোতাবিক্রেতা তোতার পিঞ্জর হস্তে করিয়া
দাঁড়াইয়াছিল। ময়মুন তাহাকে দেখিয়া কহিলেন
যে এই তোতার মূল্য কত হইবেক ?। তোতা
বিক্রেতা ওত্তর করিলেক ইহার মূল্য মবলগে এক
সহস্র হুন ইহা শুনিয়া ময়মুন জবাব
দিলেন যে জন বড় নির্ব্বোধ অজ্ঞান কিম্বা
সেই জন এই এক মুষ্টি পাখা বিড়ালের এক
গ্রাস কি এত মূল্য দিয়া ক্রয় করে। তৎ
ক্ষনে তোতা বিবেচনা করিল যদি এই ধনবান
বড় মনষ্য আমাকে ক্রয় না করেন তবে আমার
বড় দুর্দ্দশা হইবেক জ্ঞানী ও ওত্তমেরদের
সভাতে থাকিলে বুদ্ধির বৃদ্ধি হয়। তোতা ইহাই
ভাবিয়া জবাব দিল ও হে যুবা কুলবান ওপযুক্ত
ধনবান শুন আমি তোমার দৃষ্টিতে এক মুষ্টি

পাখা এবং বিড়ালের এক গ্রাস বটি কিন্তু বুদ্ধি ও জ্ঞানেতে আকাশে উড়িতে পারি এবং সংক্ষেপ থকেরা আমার মিষ্ট ভাষা শ্রবন করিয়া চমৎকৃত থাকেন আর আগত কল্য যে কার্য্য হইবে তাহা আমি অদ্য বলিতে পারি তাহার প্রমান এই শুন। কাবল দেশহইতে সয়দাগার এই দেশে সম্বুল ক্রয় করিতে আসিবেন অতএব তুমি এই দেশের সম্বুল সমস্ত কিনিয়া এক গৃহে জমা করিয়ারাখহ তবে এই বানিজ্যেতে বিস্তর লাভ পাইবা। ময়মুন তোতার এই সব বাক্য শুনিয়া এক সহস্র হুন দিয়া তোতাকে ক্রয় করিয়া আপন বাটীতে লইয়া গেলেন। পরে ময়মুন ঐ দেশের সমস্ত সম্বুলবিক্রেতাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে সমস্ত সম্বুলের মূল্য কি হইবেক সম্বুল বিক্রেতারা কহিলেক যে এ সকল সম্বুলের দর দশসহস্র হুন হইবে। ময়মুন তৎক্ষনাৎ আপন ভাণ্ডারহইতে দশসহস্র হুন দিয়া সকল সম্বুল ক্রয় করিয়া এক বাটীতে একত্র রাখিলেন

তৃতীয় দিবসের পর তোতার কথনানুযায়ী কাবল দেশহইতে সয়দাগরেরা পঁহুছিয়া সকল স্থানেতে সম্বুলের বিস্তর অন্বেষণ করিলেন কিন্তু কোথাও সম্বুলের চিহ্ন না পাইয়া সেখানকার সয়দাগরেরদের প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইয়া ময়মুনের সাক্ষাতে আসিয়া পঞ্চাশ সহস্র হুন দিয়া সেই সমস্ত সম্বুল ক্রয় করিয়া লইয়া আপনারদের দেশে গমন করিলেন। ময়মন তোতার বাক্য যথার্থ পাইয়া বড় তুষ্ট হইয়া তোতার শরীরের একাকির ভয় দূর হইবার জন্যে এক সারী পক্ষিনী ক্রয় করিয়া দুই পক্ষিকে একত্র রাখিলেন। জ্ঞানিরা কহিয়াছেন যে আপন২ জাতিতে প্রনয় হয় তাহার নিদর্শন এই কপোত কপোতের এবং বাজ বাজের সহিত ওড়ে অতএব তোতাতে আর সারিতে একত্র থাকিয়া ওভয়ে তুষ্ট রহিল।

এক দিবস ময়মুন খোজেস্তাকে কহিলেন যে কিছু কালের জন্যে নদী আর বিদেশে ভ্রমন করিতে ইচ্ছা করি কিন্তু যাবৎ আমি বাহুড়িয়া না আইসি

তাবৎ যখন তোমার যে কার্য্য প্রয়োজন হয় তখন তুমি তোতা আর সারীকে জিজ্ঞাসা করিবা ইহারদের পরামর্শ আর অনুমতি ব্যতিরেক কোন কর্ম্ম করিও না। এইরূপ অনেক কথা কহিয়া ময়মুন বিদেশে গমনকরিলেন। ময়মুনের যাওনের পর খোজেস্তা আপন প্রিয়তমের বিচ্ছেদেতে বড় দুঃখিত চিত্ত হইয়া দিবারাত্রি নিদ্রা যাইতেন না আর ভোজন করিতেন না। তোতা প্রত্যহ উত্তম উপন্যাস কহিবার দ্বারা খোজেস্তার মনের দুঃখ দূর করিত এই মতে ষষ্ঠমাস গত হইল। পরে এক দিবস খোজেস্তা স্নান এবং শরীরের লাবণ্য করিয়া অট্টালিকার উপরে দাঁড়াইয়া গবাক্ষের দ্বারহইতে পথের কৌতুক দেখিতেছিলেন ইতিমধ্যে অন্য দেশহইতে এক রাজকুমার ভ্রমনার্থ ঐ সহরে উপস্থিত হইয়াছিলেন খোজেস্তার সূর্য্যতুল্য বদন দেখিয়া ক্ষিপ্ত হইলেন এবং খোজেস্তাও রাজপুত্র কে দৃষ্টি করিয়া তদনুরূপ হইলেন। তাহার পর

রাজার বালক এক কুট্টনীর দ্বারা গোপনে খোজে
স্তার নিকট বাক্য প্রেরন করিলেন যে এক রাত্রি
চারি দণ্ডের কারন আমার বাটীতে আইসেন
তাহার বদলে লক্ষ হুন মূল্যের এক অঙ্গুরীয়ক
তাঁহাকে দিব। খোজেস্তা প্রথম স্বীকার করি
লেন না পরে কুট্টনীর বহুবিধ ভুলানেতে সম্মত
হইয়া ওত্তর করিয়া পাঠাইলেন দিবসে গন্তব্য
নয় অর্দ্ধরাত্রি গতে রাজকুমারের নিকটে আমি
পঁহুচিব। পরে রজনীতে খোজেস্তা ওত্তম বস্ত্র
পরিধান করিয়া সারীর সম্মুখে আসিয়া চৌকির
ওপরে বসিয়া মনের মধ্যে বিবেচনা করিলেন
যে আমি স্ত্রী এবং সারীও স্ত্রী এ সব কার্য্যেতে
সারী আমার কথা শুনিয়া রাজনন্দনের নিকট
আমাকে যাইতে অনুমতি দিবেক ইহা বুঝিয়া
সমস্ত বিস্তারিত সারীকে গোচর করিলেন পরে
সারী নীতি বাক্য দ্বারাতে কহিলেক যে এ কর্ম্ম
স্ত্রী জাতির অতি অকর্ত্তব্য ইহাতে বড় দুর্নাম

হইবে আর লজ্জা পাইবে খোজেস্তা প্রীতিতে ক্ষিপ্ত হইয়াছেন অতএব সারীর নিষেধে অতি ক্রোধিত হইয়া দুই পদে অতিদৃঢ় করি ধরিয়া সারীকে ভুমিতে এমত আচাড়িলেন যে সারীর প্রাণ শরীরহইতে ত্যাগ করিলেক সেই সারী মরিলে পরে সারীর পিঞ্জর খালি পড়িয়া রহিল। পরে খোজেস্তা সেই কোপ থাকিতেং তোতারি নিকট পঁহুছিয়া আপন মনের কথা আর সারীর মরনের কথা বিস্তারিত করিয়া তোতাকে জ্ঞাত করাইলেন। তোতা জ্ঞানী জ্ঞাত হইয়া মনে বিচার করিলেক যে যদ্যপি আমি সারীর মত কারণ করি তবে নিশ্চয় মরিব এই শঙ্কা প্রযুক্ত অতিকোমল বাক্যে খোজেস্তাকে তোতা কহিতেছে শুন খোজেস্তা সারী স্ত্রী পক্ষিনী কেন তুমি বিশেষ কথা তাহাকে কহিয়াছিলে সে অনুচিত করিয়াছ জ্ঞানিরা কহিয়াছেন যে বিস্তর স্ত্রীজাতি নির্ব্বোধি হয় বিশেষ কথা সকল ইহারদের নিকট প্রকাশ করা উপযুক্ত নয় কিন্তু

তুমি এখন এই জন্যে ভাবিত হইও না. যাবৎ
আমার প্রাণ শরীরে আছে তাবৎ তোমার কার্য্যে
তে আমি চেষ্টা করিব এবং সহকারিতা করিয়া
তোমার মনোবাঞ্ছা যে প্রকারে পূর্ণ হয় তাহা
আমি করিব কিন্তু ঈশ্বর ইহাই করেন যে এই
সম্বাদ তোমার স্বামী শুনিয়া তোমার সহিত
বিচ্ছেদ না করেন তবে খরোখবেগ সয়দাগরের
তোতা যেমত তাহারদের পতি পত্নীতে মিলাইয়া
দিয়া ছিল তেমন আমি তোমারদের স্ত্রী
পুরুষেতে প্রীতি ও মিলন করিয়া দিব। খোজেস্তা
জিজ্ঞাসা করিলেন খরোখবেগের তোতার ইতি
হাস কিপ্রকার তাহা বিস্তারিত করিয়া কহ তবে
আমি তোমাকে তুষ্ট হইব।

পরে তোতা কহিতে লাগিল এক খ
রোখবেগ নামে এক সয়দাগর ছিলেন তাঁহার
গৃহেতে এক জ্ঞানী তোতা থাকিত স[illegible]ক
বিদেশ গমন উপস্থিত হইল ইহাতেই সেই
সয়দাগর আপনার সকল অর্থ এবং আর২ দ্রব্য

সামগ্রী সকল তোতাকে সমর্পন করিয়া বানি
জ্যার্থে নানা দেশ ভ্রমন করিতে গেলেন এবং
বানিজ্যের কারন সেথানে কিছু দিবস রহিলেন।
এথানে সয়দাগরের স্ত্রী এক মোগোলের পুত্রের
সহিত প্রনয় করিয়া প্রতি দিবস তাহাকে রাত্রিতে
আপন বাটীতে আনিয়া গৃহে এক শয্যাতে দুই
জন প্রাতঃকালাবধি থাকিত তোতা ইহারদের
কর্ম্ম দেখিয়া আর বাক্য শুনিয়া অন্ধ ও বধিরের
ন্যায় থাকেন সার্দ্ধবৎসরের পরে সয়দাগার
বাটী আসিয়া বিস্তারত সকল সম্বাদ তোতাকে
জিজ্ঞাসা করিলেন তোতা গৃহের আর২ সমস্ত
সম্বাদ সয়দাগারকে কহিল কিন্তু কেবল সেই
স্ত্রীর মোগোল পুত্রের সহিত মন্দ বিষয়ের কথা
কহিল না তাহার কারন এই কি জানি পাছে
ইহারদের স্ত্রী পুরুষে বিচ্ছেদ হয়। পরে দুই
সপ্তাহ গতে সয়দাগার প্রতিবাসী লোকেরদের
প্রমুখাৎ আপন স্ত্রীতে মোগোলপুত্রের যে বিষয়
হইয়াছিল তাহা জ্ঞাত হইয়া চমৎকৃত হইলেন

ঐ সব পাপ কর্ম্ম কদাচ গোপনে থাকে না অতএব জ্ঞানিরা কহিয়াছেন যে কস্তুরী আর প্রীতিকে কেহ গোপনে রাখিতে পারে না কেননা কস্তুরী হইতে সৌরভ নির্গত হয় ও প্রীতিতে বাক্য প্রকাশ হয়। তারপর সয়দাগির আপন গৃহিনীর ওপর বিরক্ত হইয়া নিগ্রহ করিলেন সেই স্ত্রীলোক মনে২ অনুমান করিলেক যে আমার রীতের সমস্ত কথা তোতা জ্ঞাত ছিল এই কারন তোতা আমার স্বামির নিকট সকল প্রকাশ করিয়াছে অতএব তোতাকে শত্রু বোধ করিয়া এক দিবস অর্দ্ধ রাত্রেতে অবকাশ পাইয়া তোতার সমস্ত পাখা ওৎপাটন করিয়া বাটীহইতে বাহিরে ক্ষেপন করিয়া দাস ও দাসীরদিগের চেঁচাইয়া কহিলেন যে তোতাকে বিড়ালে লইয়া গিয়াছে পরে সেই স্ত্রী মনে করিলেক যে তোতা মরিয়া থাকিবেক কিন্তু তোতার কিঞ্চিৎ প্রান অবশিষ্ট ছিল ওপর হইতে নীচে পড়াতে বড় ব্যথিত হইয়াছিল এক দণ্ড গতে তোতা কিছু বল পাইল সেই স্থানে

যাইতে পারিত যে রজনীতে সয়দাগরের স্ত্রী
তোতাকে ফেলাইয়া দিয়াছিল প্রাতঃকাল হৈলে
পর সয়দাগর শয্যাহইতে গাত্রোত্থান করিয়া
পিঞ্জর সমীপে আসিয়া দেখিলেন যে তোতা পিঞ্জ
রেতে নাই ইহাই দৃষ্ট হইবা মাত্র বড় শব্দ করিয়া
হস্তাদি ভূমিতে ক্ষেপন করিয়া অন্তঃকরনে বড়
ভাবিত থাকিয়া তোতার বিচ্ছেদ দিবারাত্রি ভোজন
শয়ন ত্যাগ করিয়া স্ত্রীর ওপর কোপিত হইয়া

অনেক গোর ছিল তাহার এক গোরের গর্ত্তের
মধ্যে প্রবেশ করিয়া কএক দিবস স্থিত হইয়া
নিত্য দিবাতে ক্ষুধিত থাকিত রাত্রিযোগে গর্ত্ত
হইতে বাহিরে আসিয়া বিদেশী ব্যক্তিরা ঐস্থানে
উপনীত হইয়া যে সামিগ্রী ভোজন করিত তাহার
অবশিষ্ট যাহা থাকিত তোতা তাহাই ভক্ষন
করিত এবং গর্ত্তে যে জল থাকিত তাহাই পান
করিত কএক দিবসান্তে তোতার সমুদায় পাখা
বাহির হইল এক গোর হইতে দ্বিতীয় গোরে
উড়িয়া বসিতে পারিত এবং শস্য সকল খুঁটিয়া

তাহার বাক্যে প্রত্যয় না করিয়া দমন দ্বারা বাটী
হইতে বাহির করিয়া দিলেন সেই স্ত্রী আলয়
হইতে বাহির হইয়া বিবেচনা করিলেক যে
আমার স্বামী আমাকে বাটীহইতে বাহির করিয়া
দিয়াছেন যদি আমাকে নগরস্থ লোক দেখে
তবে নিন্দা করিবেক অতএব উচিত হয় যে
বাটীর নিকটস্থ গোর আছে তার মধ্যে প্রবেশ
করি আহার নিদ্রা না করিলেই মরিব ইহাই
বুঝিয়া সয়দাগারের পত্নী গোরের ভিতর প্রবেশ
করিয়া এক দিবস নিরাহারে রহিলেন যখন
নিশা হইল তখন তোতা সুড়ঙ্গহইতে বাহির
হইয়া কহিল ও স্ত্রীলোক শুন তোমার শরীর
আর মস্তকের কেশ মুণ্ডন করিয়া চতুর্বিংশতি
দিবস অনাহারে এই গোর মধ্যে থাক তবে তুমি
আপন বয়ঃক্রমেতে যে পাপ করিয়াছ তাহা ক্ষমা
করিয়া তোমারদের স্ত্রী পুরুষে মিলন করিয়া
দিব। সয়দাগরের স্ত্রী এই শব্দ শুনিয়া চমৎ
কৃত হইয়া মনে করিলেন যে কোন সত্যবাদী

আমার সকল পক্ষ উৎপাটন করিয়া বড় দুঃখ
দিয়াছ ভাল যাহা আমার ললাটে ছিল তাহা
তুমি করিয়াছ কিন্তু আমি তোমার অনেক লবন
ভক্ষন করিয়াছি একারন তোমার কার্য্যেতে
আমি ভাল করিব এবং তোমার কর্ত্তার ক্রীত
তোতা আমি তুমি আমার কর্ত্রী বট গোরের
সুড়ঙ্গহইতে সব কথা আমি তোমাকে কহিয়া
ছিলাম যে তোমার শরীরের এবং মাথার কেশ
মুণ্ডন কর তবে তোমার পতির সহিত তোমার
প্রীতি করিয়া দিব কিন্তু আমি তোমার লবন
কটিরদিগে দৃষ্টি করিয়া তোমার স্বামির নিকটে

ঈশ্বর পুরুক্ষ ব্যক্তির গোর হইবেক্ষ অবশ্য ইনি
আমার দোটি ক্ষমা করিয়া আমার স্বামির সহিত
আমাকে মিলাইয়া দিবেন তারপর সেই স্ত্রী
লোক্ষ আপন মস্তকের কুন্তল জেদন করিয়া
কএক দিন সেই গোরমধ্যে রহিলেন তারপরে
এক্ষ দিবস তোতা কবরের সুড়ঙ্গহইতে বাহিরে
আসিয়া কহিল ও স্ত্রীলোক শুন তুমি বিনাপরাধে

তোমার কোন মন্দ কথা কহি নাহি ইহা যথার্থ কহিতেছি বরং তুমি দেখ আমি এই ক্ষনেই তোমার আলয়ে তোমার পতির নিকট যাইতেছি এবং যে প্রকারে তোমারদের স্ত্রী পুরুষে ঐক্য হয় তাহা করিতেছি। তোতা ইহাই বলিয়া সয়দাগরের বাটীতে যাইয়া সাক্ষাতে সেলাম করিয়া আশীর্ব্বাদ দিলেক যে আপনকার ধন আর পরমায়ুর বৃদ্ধি হওক। সয়দাগর তোতাকে প্রথম চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসিলেন যে তুমি কে বট কোথাহইতে আসিলা কিঞ্চিৎ পরে আপন তোতা জানিয়া বলিলেন যে তোতা এত দিবস কোথায় এবং কার গৃহে ছিলা তাহা কহ এবং আপন দশার বিস্তারিত কহ তোতা উত্তর করিলেক যে আমি তোমার সেই পুরাতন তোতা আমাকে পিঞ্জরহইতে বিড়ালে লইয়া আপন উদর পিঞ্জরে রাখিয়াছিল। সয়দাগর কহিলেন ও তোতা তবে তুমি পুনরায় কিরূপে বাঁচিলা?

তোতা উত্তর করিলেক যে তুমি আপন পত্নীকে বিনা দোষেতে বাটীহইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলা তিনি বাহির হইয়া গোরমধ্যে চতুর্ব্বিংশতি দিবস উপবাসী থাকিয়া বিস্তর রোদন করিলেন অতএব ঈশ্বর সর্ব্বকর্ত্তা তাঁহার অত্যন্ত কৃপাতে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বাঁচাইয়া কহিলেন যে তোতা তুমি সকল বিষয়ে সাক্ষী আছ অতএব সয়দাগরের নিকট যাইয়া তাহারদের পতি পত্নীতে মিলন করিয়া দেও। সয়দাগর ইহাই শুনিয়া অতি শীঘ্র অশ্বের উপর আরোহন করিয়া স্ত্রীর নিকট গমন করিয়া কহিলেন যে ও প্রিয়তমা আমি তোমাকে নিরপরাধে দুঃখ দিয়াছি ভাল কার্য্য করি নাই ইহাতে আমার যথোচিত অপরাধ হইয়াছে তুমি ক্ষমা করিয়া বাটী চলহ। পরে সয়দাগরের স্ত্রী বাটী যাইয়া তাঁহারদের স্ত্রী পুরুষে দুই জনে মিলন হইয়া বিস্তর আমোদিত আহ্লাদিত হইলেন। ময়মুনের তোতা সয়দাগরের তোতার এই উপাখ্যান জ্ঞাত

করাইয়া কহিলেন যে খোজেস্তা তুমি শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া রাজপুত্রের পার্শ্বে যাও তবে তোমার করার মিথ্যা হইবেক না ঈশ্বর করেন যেন এ সংবাদ তোমার স্বামী শুনেন না একান্ত যদি তিনি জ্ঞাত হন তবে ফরোখবেগ সয়দাগরের তোতার ন্যায় মিলন আর প্রীতি করিয়া দিব। খোজেস্তা এই বাক্যেতে সন্তুষ্টা হইয়া রাজকুমারের নিকট যাইতে উদ্যত হইতেছিলেন ইতিমধ্যে প্রাতঃকাল হইল খোজেস্তা সমস্ত রাত্রি ইতিহাস শ্রবনেতে অনিদ্রিত ছিলেন অতএব শয়ন করিতে শয্যোপরে গমন করিলেন।

দ্বিতীয় ইতিহাস।—

এক জন চৌকিদার রাজা তেবরস্থানের সহিত হিতকর্ম্ম করিয়াছিল তাহার প্রসঙ্গ এই।—

যখন দিবা গত রাত্রি উপস্থিত হইল তখন খোজেস্তা বহুমূল্য শয্যাহইতে গাত্রোত্থান করিয়া নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী আর ফলাদি আনাইয়া ভোজন করিয়া আপন চন্দ্রতুল্য বদন সাজাইয়া স্বর্ন রূপ্যের সূত্রের বস্ত্র পরিধান করিয়া শুক পক্ষির সমীপে আসিয়া রাজপুত্রের নিকট যাইতে বিদায় চাহিলেন। শুক কহিলেক যে তুমি মনে কিছু উদ্বিগ্না হইও না আহ্লাদিত থাক আমি তোমার কর্ম্মে চেষ্টিত আছি তোমা কে রাজপুত্রের নিকট পহুচাইব কিন্তু রাজপুত্রের যে প্রীতি আর ভালবাসা তোমাতে আছে তাহা

তুমি হৃদয়ে রাখিবা যেমন চৌকিদার আপন মনেতে তেবরস্তান রাজাকে ভরসা দৃঢ় করিয়া ধন পাইয়াছিল তুমি তদ্রূপ রাজপুত্রকে ভাবনা করিও তবে তাহাকে অবশ্য পাইবা। খোজেস্তা ইহা শুনিয়া শুককে প্রশ্ন করিলেন যে তেবরস্তান রাজার উপাখ্যান কিরূপ তাহা কহ।—

শুক উত্তর করিল যে পুর্ব্বের মনুষ্যেরা এবং মন্ত্রীরা এমত কহিয়াছেন যে রাজা তেবরস্তান এক দিবস আপন সভা স্বর্গের ন্যায় সাজাইয়া উত্তম অন্ন ব্যঞ্জন এবং নানাপ্রকার মদ্য মাংস ভক্ষ্য দ্রব্য সভামধ্যে রাখিয়া ঐ দেশীয় রাজপুত্র ও মর্য্যাদক ও পণ্ডিত ও শিক্ষাগুরুদিগকে সেই স্থানে উপস্থিত করিয়া রাজা তেবরস্তান সেই সব উত্তম দ্রব্য তাঁহারদিগকে ভোজন করাইতেছিলেন ইতি মধ্যে অকস্মাৎ সেই স্থানে এক জন বিদেশী উপস্থিত হইল। তদনন্তর রাজসভাস্থ প্রধানেরা তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন যে তুমি কে কোথাহইতে আসিয়াছ কি কার্য্য কর?। সেই ব্যক্তি উত্তর

করিলেক যে আমি তলোয়ার মারিতে আর বান্দু ধরিতে পারি ইহা ব্যতিরেক আর২ রূপ শিল্প কর্ম্ম জ্ঞাত আছি এবং তীর এমত মারিতে পারি যে আমার তীর কঠিন প্রস্তরেতে ছিদ্র করিয়া নির্গত হয় এবং খজেন্দর নামা এক জন ধনবান আছেন আমি কিছু দিবস তাঁহার নিকটে চাকর ছিলাম কিন্তু খজেন্দর আমার কিছু গুনবিবেচনা করিয়া বুঝিলেন না অতএব আমি তাঁহার চাকরি ত্যাগ করিয়া মহারাজ তেবরস্তানের নাম শুনিয়া তাঁহার নিকট চাকরি করিতে আসিয়াছি। মহারাজা তেবরস্তান এই কথা শুনিয়া রাজদরবারের লোকেরদিগকে আজ্ঞা দিলেন যে এই ব্যক্তিকে চৌকিদারি কর্ম্মে নিযুক্ত কর। পরে কর্ম্মকর্ত্তারা রাজাজ্ঞানুসারে তাহাকে চৌকিদারি চাকুরিতে নিযুক্ত করিলেন। সেই জন প্রত্যহ রাত্রিতে এক পদে দাঁড়াইয়া রাজার অট্টালিকার দিগে দৃষ্টি করিয়া থাকে এক দিবস অর্দ্ধরাত্রের পরে রাজা ওপর ঘরের ছাতে বেড়াইয়া সকল দিগে

দৃষ্টি করিতেং নীচেতে দেখিলেন যে এক জন এক পাদে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে রাজা তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন তুমি কে বট অর্দ্ধনিশাতে কিকারন এক পদে দাঁড়াইয়া আছ?। চৌকিদার কহিলেক যে রাজদর্শনার্থে আকাঙ্খিত ছিলাম অদ্য আমার ভাগ্যের সহকারেতে দর্শন করিয়া বড় আহ্লাদিত আমোদিত হইলাম। রাজা আর চৌকিদারেতে এই কথোপকথন হইতেছিল ইতিমধ্যে মাঠের দিগহইতে এক শব্দ রাজার কর্নকুহরে পঁহুছিল সে শব্দ এই এক জন কহিতেছে যে আমি যাইতেছি কে এমত মনুষ্য আছে যে আমাকে ফিরাইবে?।ইহা শুনিয়া রাজা বিস্মিত হইয়া চৌকিদারকে কহিলেন যে ওহে চৌকিদার এ শব্দের বৃত্তান্ত তুমি কিছু জানহ?। চৌকিদার উত্তর করিল ও মহারাজ কএক দিবস রাত্রিযোগে এইরূপ শব্দ শুনিতেছি কিন্তু চৌকিদারি কর্ম্মেতে থাকি তেকারন গমন করিয়া জ্ঞাত হইতে পারি না যে এ শব্দ কাহার যদি আপনি আজ্ঞা দেন তবে

অতি শীঘ্র গমন করিয়া শব্দের নির্ণয় জানিয়া তোমার দাসেরদের সাক্ষাতে বিস্তারিত নিবেদন করিতে পারি। রাজা কহিলেন শীঘ্র যাইয়া সম্বাদ আনহ। চৌকিদার রাজাজ্ঞা পাইয়া তৎক্ষণাৎ গমন করিলেন। পরে রাজা কৃষ্ণ বর্ণ এক কম্বলেতে শরীর ঢাকিয়া চৌকিদারের পশ্চাৎ গেলেন। চৌকিদার সেস্থানে পঁহুছিয়া দেখিল যে পথমধ্যে এক সুন্দরী দাঁড়াইয়া কহিতেছে যে আমি যাইতেছি আমাকে কে ফিরাইবেক?। ইহা শুনিয়া চৌকিদার প্রশ্ন করিলেক যে ও স্ত্রীলোক তুমি এমত কথা কেন কহিতেছ?। সে স্ত্রীলোক উত্তর করিলেক যে আমি রাজা তেবরুস্তানের পরমায়ুর প্রতিমূর্ত্তী রাজার আয়ুঃশেষ হইয়াছে অতএব আমি যাইতেছি। চৌকিদার ইহা শুনিয়া কহিলেন তুমি রাজার পরমায়ু এখন তুমি কিরূপে রাখহিয়া থাকিবে। প্রতিবিম্ব কহিলেন শুন হে চৌকিদার যদ্যপি তুমি আপন পুত্রকে রাজার পরমায়ুর বদলেতে আমার সম্মুখে

বলিদান দেও তবে আমি অবশ্য ফিরিয়া থাকিব রাজাও কতক কাল বাঁচিয়া থাকিবেন কদাচ শীঘ্র মরিবেন না। চৌকিদার ইহা শুনিয়া তুষ্ট হইয়া উত্তর করিলেক যে যদি আমার প্রাণ আর আমার পুত্রের প্রাণ এই দুই দিলেও রাজা রক্ষা পান তবে অবশ্য দিব কিন্তু তুমি মুহূর্ত্তেক বিলম্ব কর আমি বাটী যাইয়া আপন সন্তানকে আনিয়া তোমার সাক্ষাতে বলিদান করি ইহা বলিয়া চৌকিদার আপন গৃহেতে যাইয়া এই সমস্ত কথা বড় পুত্রকে অবগত করিলেক। তদনন্তর সেই পুত্র সৎবিবেচক জ্ঞানী ইহাই শুনিয়া উত্তর করিল যে রাজা ভেবরস্তান অতি বিচারক ও প্রজা পালক দৈন্য দুঃখ দূরকর্ত্তা যদি আমাকে বলিদান করিলে তিনি রক্ষা পান এ বড় উত্তম প্রকরন কেননা আমার মরনেতে ক্ষতি নাহি এ রাজার মন্দ হইলে আর কোন দুর্জ্জন ব্যক্তি রাজা হইবেন তাহার দুষ্টতাতে সহস্র২

লোক নাশ হইয়া দেশ ওএরান হইবেক রাজা তেবরস্তান বাঁচিলে সহস্রং প্রজা লোকেরদিগের সুখ এবং দেশের আবাদ হইবেক ও আমি শিক্ষাগুরুর স্থানে শুনিয়াছি তিনি এক দিবস চৌবাটীর পড়ুয়ারদিগকে কহিতেছিলেন যে রাজসম্মতিব্যাহত লোকেরা যদি বিচারক রাজার প্রাণ রক্ষার্থে এক জন প্রজাকে নষ্ট করে ইহাতে পাপ হয় না। ঈশ্বর করেন যে এমত রাজা না মরেন আর অবিচারক রাজা রাজ্য না করে অতএব শীঘ্র আমাকে প্রতিমার নিকট লইয়া যাও এবং ছেদন কর তারপর চৌকিদার প্রতিমার সাক্ষাতে পুত্রকে আনিয়া হস্তপাদাদি বন্ধন করিয়া তীক্ষ্ণ ছোরা আপন করে লইয়া হেঁট মুণ্ড হইয়া ছেদন করিতে উদ্যত হইল প্রতিবিম্ব ইহা দেখিয়া শীঘ্র চৌকিদারের হস্তে ধরিয়া নিষেধ করিলেন যে তুমি তোমার পুত্রের গলা ছেদন করিও না ঈশ্বর সর্ব্বকর্ত্তা তোমার যোগ্যতা আর উত্তমতাতে বড় তুষ্ট হইয়া অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ফিরিয়া

মদ্ধে শত বৎসর থাকিতে আজ্ঞা দিলেন। চৌকিদার এই মঙ্গল সমাচার শুনিয়া বড় আহ্লাদিত হইল। চৌকিদারে আর পুত্রিযাতে এবং চৌকিদারের পুত্রেতে যে কথোপকথন হইয়াছিল রাজা সেই সমস্ত শুনিয়া এবং দেখিয়া চৌকিদারের আগমনের পূর্ব্বে গৃহে আসিয়া অট্টালিকার উপরে পূর্ব্ববৎ ভ্রমন করিতে লাগিলেন। চৌকিদার অর্দ্ধদণ্ড গতে রাজার সম্মুখে আসিয়া ওপস্থিত হইয়া প্রনাম করিয়া মঙ্গল প্রার্থনা করিল যে মহারাজার আয়ুঃ ও ঐশ্বর্য্য এবং রাজ্য আর সৈন্যের বৃদ্ধি হওক। তারপর রাজা জিজ্ঞাসিলেন ও হে চৌকিদার কহ শব্দের বৃত্তান্ত কি জানিলা?। চৌকিদার কহিলেক মহারাজ শ্রবন করিতে আজ্ঞা হওক এক স্ত্রী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী আপন স্বামির সহিত কলহ করিয়া বাটী হইতে বাহিরে আসিয়া পথমধ্যে বসিয়া মনোদুঃখেতে শব্দ করিতেছিল যে আমি যাইতেছি এমত কোন ব্যক্তি আছে আমাকে ফিরাইবে?। আমি

সেই স্ত্রীর সাক্ষাতে পঁহুছিয়া কোমল বাক্য দ্বারায় তুষিয়া তাহারদের স্ত্রী পুরুষে মিলন করিয়া দিলাম। এখন সেই স্ত্রী স্বীকৃত হইলেন যে আমি স্বামির বাটীহইতে আর যদি শত বৎসর কোথাও যাইব না। রাজা চৌকিদারের উত্তম ধারাতে আর জ্ঞানেতে বড় তুষ্ট হইয়া কহিলেন ও হে চৌকিদার যে কালে তুমি আমার বাটীর বাহির হইলা সেই সময় আমি ও তোমার পশ্চাৎ গমন করিয়া দূরহইতে তোমার আর পুত্তিমার এবং তোমার তনয়ের উত্তর প্রত্যুত্তর শুনিয়াছি আর তোমরা যাহা করিয়াছিলা তাহাও দেখিয়াছি ঈশ্বর তোমার ভাল করিবেন এবং আমিও ভগবানের প্রার্থনার দ্বারা তোমার দৈন্য দূর করিব ও ধনবান করিব। তার পর রাজা রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে দেশের প্রধানেরা এবং সকল বিচারকেরাও হাজীর হইলেন এই সময় রাজা তাঁহারদের সাক্ষাতে চৌকিদারকে প্রধান মন্ত্রী আর ধন

ভাণ্ডারির কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া চাবি ও কুলুপ সকল তাহাকে সমর্পন করিলেন।—

তোতা তেবরস্তান রাজার এই কথা সাঙ্গ করিলেই রাত্রি প্রভাত ও সূর্য্য উদয় হইল একারন সেই দিবস খোজেস্তার যাওন হইল না। খোজেস্তা সমস্ত রজনী এই ইতিহাস শ্রবনে জাগ্রত ছিলেন অতএব মখমলের বিছানাতে শয়ন করিলেন।—

স্বর্ণকার আর সূত্রধর দুই জনে স্বর্ণের বিগ্রহ চুরি করিয়া গোপনে রাখিয়াছিল তাহার কথা।

যে সময়ে সূর্য্য অস্তে চন্দ্র ওদয় হইল তখন খোজেস্তা বিস্তর স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া তোতার নিকট যাইয়া কহিলেন যে অদ্য রাত্রিতে আমাকে আমার প্রিয়তমের সন্নিধানে যাইতে বিদায় দেও। তোতা ওত্তর করিলেক যে তোমাকে প্রথম রাত্রিতেই বিদায় করিয়াছি এখন পর্য্যন্ত কেন বিলম্ব করিতেছ শীঘ্র যাও কিন্তু এ সকল গহনা পরিয়া যে পুরুষের নিকট যাইবা যদি সেই জন এই অলঙ্কারেতে লোভ করিয়া তোমাতে যে প্রীতি আর ভালবাসা আছে তাহা ত্যাগ করে তবে তুমি তাহার কি করিবা যেমত স্বর্ণ

কার বিগ্রহের লোভেতে সূত্রধরের সহিত বহু কালের প্রেম ত্যাগ করিয়াছিল। খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেন যে স্বর্ণকার আর সূত্রধরেতে কি মত ব্যবহার হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত কহ।

তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক যে এক দেশে এক স্বর্ণকারেতে আর এক সূত্রধরেতে এমত প্রণয় ছিল যে সকল লোকেরা ইহারদিগকে দেখিয়া ইহারা দুই ভ্রাতা এই অনুমান করিত। পরে স্বর্ণকার আর সূত্রধর একত্র বিদেশ গমন করিয়া এক সহরে পঁহুছিয়া খরচ পত্র হীন হইয়া আপনারা ঠাওরাইলেক যে এই নগরের মধ্যে এক দেবালয় আছে সেই দেবালয়েতে অনেক স্বর্ণবিগ্রহ আছেন অতএব পরামর্শ এই যে আমরা ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া সেই দেবালয়েতে যাইয়া দেবতারদের পূজা অর্চ্চনা করি যখন অবকাশ পাইব তখন কএক বিগ্রহ চুরি করিব এই মন্ত্রণা দুই জনে স্থির করিয়া দেবালয়েতে গিয়া সেবা পূজাদি আরম্ভ করিলেক আর২ ব্রাহ্ম

নেরা ইহারদের দুই জনের আরাধনা দেখিয়া লজ্জিত হইলেন দুই এক জন ব্রাহ্মন সেই দেবালয়হইতে গমন পুনরায় করিলেন না যদি কেহ তাঁহারদিগকে জিজ্ঞাসিত যে তোমরা কি কারন দেবালয় ত্যাগ করিলে? তাঁহারা ওত্তর করিতেন যে দুই ব্রাহ্মন আসিয়া যেরূপ দেবতারদের সেবা ও অর্চনা করিতেছেন তেমন আমরা করিতে না পারিয়া লজ্জিত হইয়া দেবালয় ত্যাগ করিয়াছি। এই প্রকারে ক্রমে২ পূর্ব্বের সমস্ত ব্রাহ্মনেরা দেবতার প্রাসাদ ত্যাগ করিলেন। পরে এক দিবস রাত্রিতে স্বর্নকার আর সূত্রধর সেই সব বিগ্রহ লইয়া আপন দেশের দিগে প্রস্থান করিয়া যখন আপন নগরে পঁহুছিলেন তখন বিগ্রহেরদিগকে এক বৃক্ষের তলে পুঁতিয়া রাখিয়া আপন২ বাটীতে আসিলেন। এক রাত্রে স্বর্নকার একাকী যাইয়া সমস্ত বিগ্রহ মৃত্তিকাহইতে ওঠাইয়া আপন গৃহে আনিলেক। পর দিবস প্রাতে সূত্রধরের কাছে গিয়া কহিলেক যে ওহে সূত্রধর

পূর্ব্বের প্রীতি ভুলিয়া আমার অংশ সুদ্ধ চুরি করিয়া লইলা সে ধন কত কাল ভোগ করিবে। ইহা শুনিয়া সূত্রধর চমৎকৃত হইয়া মনে করিল যে স্বর্ণকার এইমত আমাকে বঞ্চনা করিয়া সকল বিগ্রহ লইলেক ইহাতে সূত্রধর বিবেচনা করিয়া উত্তর করিলেক যে ও হে স্বর্ণকার যাহা তুমি করিয়াছ তাহা আমি বুঝিলাম কিন্তু তুমি ঈশ্বরের দিগে দৃষ্টি না করিয়া আমার উপর মিথ্যা অপবাদ দিলে ভাল ঈশ্বর আছেন ইহাই বলিয়া চেষ্টান্তর পাইতে লাগিল। তারপর সূত্রধর বড় সুবোধ স্বর্ণকারের সহিত কলহ করাতে কিছু লভ্য না দেখিয়া নিরস্ত রহিল। কতক দিবস গতে সূত্রধর স্বর্ণকারের অবয়ব এক কাষ্ঠপুত্তলিকা গঠন করিয়া স্বর্ণকারের বেশের ন্যায় পরিচ্ছদ সেই পুত্তলিকাকে পরাইলেক এবং ভালুক বৎস দুইটি আনিয়া সেই বৎসেরদের খাদ্য দ্রব্য ঐ পুত্তলিকার জামার দামনে, আর আস্তিনে রাখিত ভালুক বৎসেরা ক্ষুধিত হইয়া

সেই দাঁয়ন আর আস্তিনহইতে ভক্ষনীয় বস্তু লইয়া ভোজন করিত। * সূত্রধর দেখিলেক যে বৎসেরদের অত্যন্ত প্রীতি পুত্তলিকার সহিত হইল তাহার পর সূত্রধর এক দিবস সস্ত্রীক স্বর্নকার কে এবং আরং পুতিবাসী নারীগণকে আহ্বান করিলেক। স্বর্নকারের পত্নী আপনার দুই বালক সুদ্ধ সূত্রধরের আলয়ে আসিলেক। অনন্তর সূত্রধর ঐ বালকেরদিগকে এক স্থানে গোপনে রাখিয়া সেই দুই ভালুক বৎসকে বাহির করিয়া চেঁচাইয়া কাহিতে লাগিল এ কি আশ্চর্য্য দেখিতেছি যে স্বর্নকারের দুই নন্দন অকস্মাৎ ভালুক বৎসের ন্যায় হইল এ বড় খেদের বিষয় স্বর্ন কার এই বাক্য শুনিয়া সেই স্থানে যাইয়া দেখিয়া সূত্রধরকে কহিলেক যে ও হে সূত্রধর মনুষ্য কখন ভালুক হয় না এ তোমার মিথ্যা কথা। শেষে স্বর্নকারে আর সূত্রধরে কলহ করিয়া সেই দেশের বিচারকর্ত্তা কাজির নিকট গেল তারপর কাজি সুত্রধরকে জিজ্ঞাসিলেন যে মনুষ্য কিরূপে

ভালুক হইল তাহা কহ। সূত্রধর উত্তর দিলেক যে স্বর্নকারের বালকেরা একত্র ক্রীড়া করিতেছিল অকস্মাৎ ভূমিতে পড়িয়া ভালুকবৎসের ন্যায় হইল। ইহা শুনিয়া কাজি কহিলেক যে তোমার এ কথার প্রমান না পাইলে কিমতে প্রত্যয় করি। সূত্রধর কহিলেক যে পূর্ব্বের পুস্তকে আমি দেখিয়াছি এক জন্তু অন্য এক জন্তুর ন্যায় আকৃতি হইয়াছিল কিন্তু তাহার পূর্ব্বমত বুদ্ধি ছিল বালকেরা যদি ভালুক হইয়া থাকে তবে স্বর্নকারকেও চিনিবেক এবং আমার কথাও সত্য হইবেক যদ্যপি না হইয়া থাকে তবে স্বর্নকারকেও চিনিবেক না ও তাহার নিকট যাইবেক না সূত্রধরের এই কথা কাজি গ্রাহ্য করিয়া বৎসেরদিগকে আনিতে আজ্ঞা দিলেন। পরে সূত্রধর কাজির আজ্ঞানুসারে ভালুক বৎসেরদিগকে আনিয়া কাচারিতে সকল লোকের মধ্যে ছাড়িয়া দিলেক সেখানে বিস্তর লোক ছিল কিন্তু ভালুক বৎসেরা আর কাহার নিকট না

যাইয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকার অবয়ব এবং পরিচ্ছদ স্বর্ণ কারকে দেখিয়া তাহার পায়েতে আপনারদের মস্তক ঘসিয়া খেলা করিতে লাগিল কাজি ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া স্বর্ণকারকে কহিলেন ও হে স্বর্ণ কার আমার প্রত্যয় হইল যে তোমার পুত্রেরা ভালুকবংসের আকৃতি হইয়াছে ওহারদিগকে তুমি বাটীতে লইয়া যাও বৃথা কেন সূত্রধরের সহিত কলহ করিতেছ। অনন্তর স্বর্ণকার অনুপায় বুঝিয়া সূত্রধরের বাটীতে আসিয়া সূত্রধরের পাদাবনত হইয়া কহিলেক যে তোমার অংশ দিই নাই একারন তুমি এই প্রকার করিয়াছ এখন তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়া আপন অংশ লও এবং আমার ছাওয়ালেরদিগকে আমাকে দেহ। সূত্রধর কহিলেক যে তুমি বিশ্বাস ঘাতকের কর্ম্ম করিয়াছিলা তেকারন তোমার বড় পাপ হইয়াছে আর কখন তুমি এমত কার্য্য করিও না ইহাহইতে মন ফিরাও তবে কিছু আশ্চর্য্য নহে যে তোমার বালকেরা ভালুক মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া

পুর্বাকার হইবেক পরে সূত্রধর স্বর্ণের অংশ বুঝিয়া লইয়া সেই সন্তানেরদিগকে স্বর্ণকারের সাক্ষাতে আনিয়া দিলেক।—।

তোতা স্বর্ণকার আর সূত্রধরের কথা সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে তুমি সালঙ্কারা যাইও না যদি রাজপুত্র তোমার প্রীতি ভুলিয়া সকল গহনা লয় তবে কি করিবা?। ইহা শ্রবণ করিয়া খোজেস্তা সমস্ত অলঙ্কার শরীরহইতে খুলিয়া রাখিয়া প্রিয়তমের নিকট গমন করিতে উদ্যত হইলেন ইতিমধ্যে প্রাতঃকাল হইল অতএব সে দিবস যাওন হইল না।—

চতুর্থ ইতিহাস।—

এক জন প্রধান লোকের সন্তান এক সীপায়ের স্ত্রীর চরিত্র বিচার করিয়াছিল তাহার কথা।—

যে কালে দিবাকর অস্ত নিশাকর উদয় হইলেন সেই সময়ে খোজেস্তা তোতার সমীপে আসিয়া

কহিলেক যে তুমি আমার দুঃখের সম্বাদ কিছু জ্ঞাত নহ আমি রাজপুত্রের প্রীতিতে অস্থিরা আছি অদ্য নিশাতে আমার প্রিয়তমের নিকট গমন করিতে আমাকে অনুমতি দেহ। তোতা উত্তর করিলেক যে আমিও তোমার দুখেতে বড় দুঃখিত আছি তুমি প্রতিদিবস ইতিহাস শ্রবন করিয়া রাত্রি প্রভাত কর কেন প্রিয়তমের নিকট যাইতে পার না? কিন্তু আমার এই ভয় হইতেছে যদি ইহার মধ্যে তোমার স্বামী আসিয়া পঁহুছেন তবে তোমার বন্ধুর সন্নিধানে যাইতে না পারিয়া বড়

লজ্জিত হইবা   যেমন এক পুরান লোকের নন্দন সীপায়ের স্ত্রীর স্থানে লজ্জিত হইয়াছিল   তদ্রূপ পাছে তুমিও হও। ইহা শুনিয়া খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেক   যে সীপায়ের স্ত্রী তার সেই পুরান লোকের বালকের ও আখ্যান কিপ্রকার তাহা কহ। পরে তোতা কহিতে আরম্ভ করিল।—

এক নগরেতে এক সীপায়ের এক অতি বড় সুন্দরী স্ত্রী ছিল   কিন্তু সীপাই আপন স্ত্রীকে সর্ব্বক্ষন সাবধানে রাখিত   পাছে সে স্ত্রী ভ্রষ্টা হয়   এই সন্দেহ প্রযুক্ত সীপাই আপন পত্নীকে কোথাও রাখিয়া কর্ম্ম কার্য্য করিতে যাইত না এই প্রকারে কিছু কাল গতে সীপাই বড় দুঃস্থ হইল   একারন এক দিবস সেই স্ত্রী কহিলেক যে স্বামী কেন তুমি বিদেশ যাও না   এবং কি জন্যে চাকুরি ব্যবসায় ত্যাগ করিলা স্বামী জবাব দিলেক   যে পাছে আমি কার্য্যার্থে গেলে তুমি দুষ্ট ক্রিয়া কর   এই ভাবনা করিয়া তোমাকে কুত্রাপি রাখিয়া চাকরি করিতে যাইতে পারি না

ইহা শুনিয়া স্ত্রী কহিলেক যে আপনি এমত বিচার করিতেছেন এ ভাল নহে কেননা যে স্ত্রী সাধ্বী হয় তাহাকে কেহ ভুলাইয়া দুষ্টা করিতে পারে না এবং যে নারী দুষ্টা হয় তাহার স্বামী তাহাকে সাবধানেতে কখন রাখিতে পারে না তাহার ইতিহাস এই শুন।—

এক দেশে এক যোগী ছিল সে আপন স্ত্রীকে পৃষ্ঠোপরে আরোহন করাইয়া আপনি হস্তীর ন্যায় হইয়া বনেং ভ্রমণ করিত কিন্তু সে স্ত্রী স্বামির এত সাবধানতাতেও এক পুরুষের সহিত মন্দ কর্ম্ম করিয়াছিল। সীপাই জিজ্ঞাসিলেক যে সে স্ত্রী কি প্রকারে এমত কর্ম্ম করিয়াছিল তাহা কহ। সীপায়ের পত্নী কহিতে লাগিল যে এক জন পুরুষ বনমধ্যে এক হস্তীর পৃষ্ঠে আমারি দেখিয়া ত্রাসেতে এক বৃক্ষের ওপরে আরোহন করিল। হস্তী অকস্মাৎ সেই তরুতলে আসিয়া যখন পৃষ্ঠহইতে আমারি নামাইয়া নীচে রাখিয়া আপনি চরিতে গেল তখন সে পুরুষ আমারির

মধ্যে এক সুরূপা কন্যাকে দেখিয়া বৃক্ষহইতে নীচে আইল এবং সেই কন্যা ঐ পুরুষকে দৃষ্টি করিয়া আমারিহইতে বাহির হইয়া আপন বাঞ্ছার কথা অবগত করিয়া দুই জনে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক এক বিজনেতে বসিয়া মনোভিলাস পূর্ণ করিলেক। তারপর সে কন্যা গাঁটিতে পরিপূর্ণ এক রজ্জু কক্ষহইতে বাহির করিয়া আর এক গ্রন্থি দিলেক। ঐ ব্যক্তি সেই দড়ি দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেক যে এই রজ্জুর গ্রন্থির বৃত্তান্ত কি?। কন্যা উত্তর করিলেক যে আমার স্বামী বড় মায়াবী মায়ার দ্বারাতে আপনাকে হস্ত্যাকার করিয়া আমাকে পেটারিতে রাখিয়া বনে২ ভ্রমন করিতেছেন যেন আমি ভ্রষ্টা না হই কিন্তু আমার স্বামির এত সাবধানতাতেও আমি এক শত পুরুষের সহিত মন্দ ক্রিয়া করিয়া স্মরনার্থে এই রজ্জুতে এক শত গ্রন্থি দিয়াছিলাম অদ্য তোমার দয়াতে অধিক এক গিরা

দিলাম যোটে একশত এক গুটি এই রজ্জুতে হইল।

যখন সীপায়ের ভার্য্যা এই উপাখ্যান সাঙ্গ করিল তখন সীপাই প্রশ্ন করিলেক যে এখন তুমি আমাকে কি বল ? সেই ভার্য্যা কহিলেক শুন স্বামী আমার পরামর্শ এই যে তুমি বিদেশে যাইয়া চাকুরি করহ এবং আমি তোমাকে এক পুষ্পগুচ্ছ দিব যদবধি সে পুষ্পগুচ্ছ তাজা থাকিবেক তদবধি তুমি নিশ্চয় জানিও যে আমি কোন মন্দ কর্ম্ম করি নাই যখন পুষ্পগুচ্ছ শুষ্ক হইবেক তখনি জানিবা যে আমাহইতে কিছু মন্দ ক্রিয়া হইয়া থাকিবেক। সীপাই ইহা শুনিয়া বিদেশে যাইতে ইচ্ছা করিলেক সীপায়ের স্ত্রী স্বামিকে বিদেশ গমন কালে আপন এক পুষ্পগুচ্ছ দিয়া বিদায় করিলেক। অনন্তর সীপাই আর এক সহরে পঁহুছিয়া তদ্দেশীয় এক জন প্রধান লোকের পুত্রের নিকট চাকর হইল কিন্তু স্ত্রীদত্ত পুষ্পগুচ্ছ সর্ব্বদা আপন সঙ্গে রাখিত। হেমন্ত কাল উপস্থিত হইলে পর সেই বড় মানুষের

তনয় সভাস্থ লোকেরদিগকে কহিলেন যে এই সময় কোন পুষ্পোদ্যানে নবীন ফুল দৃষ্টিতে আইসে না এবং বৈনবানেরদেরও হস্ত প্রাপ্ত হয় না কিন্তু এ বড় আশ্চর্য্য যে এই দৈন্য সীপাই প্রত্যাবধি নূতন পুষ্পগুচ্ছ কোথাহইতে আনে?। সভাস্থ ব্যক্তিরা কহিলেক যে আমরাও ইহাতে চমৎকৃত হইতেছি। তারপর সেই বৈনবানের পুত্র সীপাইকে জিজ্ঞাসিলেন যে তুমি এ পুষ্পগুচ্ছ কোথাহইতে এবং কি প্রকারে আন?। সীপাই কহিল যে এই পুষ্পগুচ্ছ আমার গৃহিনী আমাকে ইহা বলিয়া দিয়াছে যে যাবৎ এই পুষ্পগুচ্ছ নবীন থাকিবে তাবৎ তুমি নিশ্চয় জানিবা আমি সাধ্বী আছি কোনমতে ভ্রষ্টা হই নাহি যখন শুষ্ক দেখিবা সেই কালে জানিবা যে আমি দুষ্ট ক্রিয়া করিতেছি ইহা বলিয়া পুষ্পগুচ্ছ আমাকে দিয়া বিদায় করিয়াছে। আমিরের পুত্র ইহা শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন যে তোমার স্ত্রী মোহিনী জানে অতএব পুষ্পগুচ্ছ নবীন দর্শাই

ভেদে। পরে সেই হিনবানের পুত্রের নিকট দুই জন পাচক অত্যন্ত জ্ঞানী এবং বোদ্ধা ছিল তাহারদের মধ্যে এক জন পাচককে হিন বানের নন্দন আজ্ঞা করিলেন যে তুমি সীপায়ের বাটীতে যাইয়া ছলের দ্বারাতে সীপায়ের স্ত্রীর সহিত একত্রে শয়ন করিয়া শীঘ্র ফিরিয়া সকল অবগত কর তবে পুষ্প গুচ্ছ তাজা থাকে কি শুষ্ক হয় তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারিব। সুপকার সেই হিনবানের পুত্রের আজ্ঞামত সীপায়ের সহরে গেল সেস্থানে পঁহুছিয়া এক কুট্টনীকে সীপায়ের স্ত্রীর সমীপে প্রেরন করিলেক কুট্টনী সীপায়ের পত্নীর নিকট যাইয়া কোন প্রকারে পাচকের সমা চার পঁহুছাইল সীপায়ের স্ত্রী শুনিয়া কুট্টনীকে কিছু কথা কহিয়া এই উত্তর দিলেক যে সে পুরুষকে আমার নিকট আনহ প্রথম আমি সে পুরুষকে দেখি আমার উপযুক্ত বটে কি না। পরে কুট্টনী সেই সুপকারকে সঙ্গে করিয়া সীপা য়ের বাটী লইয়া গেল। পরে সীপায়ের স্ত্রী

সূর্ণকারের কর্ণেতে কহিলেন যে তুমি এক্ষণে এ বাটীহইতে গমন কর এবং কুট্টনীকে এই রূপ কহ যে ঐ স্ত্রী লোক আমার উপযুক্ত নহে এমত স্ত্রীর সহিত আমি প্রীতি করিব না তারপর তুমি একাকী আমার গৃহে আইস কেননা কুট্টনী জাতি বিশেষ জ্ঞাত হইলে তারপরে প্রকাশ হয় অতএব কুট্টনীকে এ সম্বাদ কহিও না। সূর্ণকার এই কথা পসন্দ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিলেক। সীপায়ের বাটীতে এক শুষ্ক কূপ ছিল সীপায়ের স্ত্রী সেই কূপের উপর ভগ্ন রজ্জুতে জাওয়া এক খট্টা তাহাতে এক চাদর বিছাইয়া সূর্ণকারের আইসনের পূর্ব্বে সেই কূপোপরে সেই শয্যা রাখিলেক সূর্ণকার আসিবামাত্র সীপায়ের স্ত্রী সেই খট্টাতে বসিতে বলিলেক। পরে সূর্ণকার তাহাতে বসিবামাত্র একবারে কূপমধ্যে পড়িয়া চেঁচাইতে লাগিল তদনন্তর সীপায়ের পত্নী জিজ্ঞাসিলেক কহ হে মনুষ্য তুমি কে বট কোথা হইতে আসিয়াছ? সূর্ণকার অনুপায় দেখিয়া

সীপায়ের আর আমিরের পুত্রের সকল কথার বিস্তার বলিলেক। পরে সুপকার এইরূপ আপদ গ্রস্ত হইয়া যাইতে পারিল না আমিরের তনয় সুপকারের যাওনের বিলম্ব হওয়াতে দ্বিতীয় সুপ কারকে বিস্ত রবিন দিয়া সয়দাগারের ন্যায় সা জাইয়া সীপায়ের স্ত্রীর নিকট প্রেরন করিলেন। পরে দ্বিতীয় সুপকার সীপায়ের বাটীতে পঁহুছিয়া পূর্ব্ব পাচকের দশার মত কুপের ভিতর পড়িয়া দুই জনে একত্র রহিল ইহারাদিগের এক জনেরও ফিরিয়া না যাওয়াতে আমিরের পুত্র কহিলেন যে ইহারা দুই ব্যক্তি গেল তাহার মধ্যে এক জনও ফিরিল না ইহার কারন কি? বুঝিতে পারিলাম না অতএব এইক্ষনে আমি সেখানে গেলে ভাল হয় ইহা মনে বিচার করিয়া এক দিবস সেই রীন ধানের নন্দন মৃগয়ার নাম করিয়া সীপাইকে সঙ্গে লইয়া বাটীহইতে গমন করিয়া সীপা য়ের দেশে পঁহুছিলেন পরে সীপাই আপন আলয়ে যাইয়া সেই তাজা পুষ্পগুচ্ছ আপন স্ত্রীর

সম্মুখে রাখিল। এবং স্ত্রীকে যে সব বিষয় ঘটিয়াছিল তাহা বিশেষিয়া স্ত্রী আপন স্বামিকে কহিলেক। পরদিবস সীপাই আমিরপুত্রকে নিমন্ত্রন করিয়া বাটীতে লইয়া অতিথি সেবা করিলেক সীপায়ের স্ত্রী সেই দুই সুপকারকে কূপ হইতে বাহির করিয়া কহিলেক যে আমার আলয়ে অদ্য অতিথিরা আসিয়াছেন অতএব তোমরা স্ত্রী লোকের বেশ ধারন করিয়া অন্নাদি খাদ্য দ্রব্য তাঁহারদের সম্মুখে রাখ আর সেবা কর তবে তোমারদিগকে মুক্ত করিব দুই জন সুপকার নারীর বস্ত্র পরিয়া খাদ্য সামগ্রী সেই আমিরের নন্দনের সাক্ষাতে লইয়া গেল কিন্তু পাচকের দিগের কূপে থাকাতে আর মন্দ আহার করাতে মস্তক আর দাড়ির চুল উঠিয়া গিয়াছিল এ জন্যে আমিরেরপুত্র প্রথম চিনিতে না পারিয়া সীপাই কে জিজ্ঞাসিলেক যে তোমরা কি অপরাধে এই দাসীরদের মস্তক মুণ্ডন করিয়াছ। সীপাই জবাব দিলেক যে ইহারা যে ঘাইট কর্ম্ম করিয়া

ছিল তাহা পশ্চাৎ নিবেদন করিব। পরে আমিরের পুত্র অতিনিরীক্ষন করিয়া চিনিলেন যে সেই সুপকারেরা তাহারাও আমিরপুত্রের সাক্ষাতে বিস্তর রোদন করিল এবং আমির পুত্রের পাদাবনত হইল। ইত্যবসরে সীপায়ের পত্নী দ্বারেহইতে কহিলেক যে ও হে আমিরনন্দন শুন তুমি আমার স্বামির হস্তে পুষ্পগুচ্ছ দেখিয়া হাস্য করিয়া এই ব্যক্তিরদিগকে আমার সতিত্ব বিবেচনার্থে পাঠাইয়াছিলা এইক্ষনে সাক্ষাতে দেখিলা আমি কি প্রকার স্ত্রী। আমিরপুত্র সকল দেখিয়া আর কথা শ্রবন করিয়া লজ্জিত হইয়া কহিলেন যে আমার অপরাধ ক্ষমা কর।—

তোতা সীপায়ের স্ত্রীর এই উপাখ্যান সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে তুমি শীঘ্র আপন প্রিয়তমের নিকট যাও নতুবা লজ্জা পাইবে যেমত আমিরপুত্র সীপায়ের গৃহিনীর নিকট লজ্জিত হইলেন। পরে খোজেস্তা যাওনের চেষ্টা

করিতেই কুক্কুট রব করিল ও প্রাতঃকাল হইল এ কারন সে দিবস যোজেন্তা যাইতে পারিলেন না।—

৫ পঞ্চম ইতিহাস।—

এক স্বর্নকার এক সুত্রধর এক দরজি এক ওদাসীন এই চারি জনেতে এক দারুর স্ত্রীলোকের কারন কলহ করিয়াছিল তাহার কথা।—

যখন সূর্য্য পশ্চিম দিগে বসিলেন চন্দ্র পুর্ব্ব দিগহইতে প্রকাশ হইলেন তখন খোজেস্তা তোতার নিকট যাইয়া কহিলেন যে অদ্য রাত্রিতে আমাকে বিদায় দেও যে আমি আপন প্রিয়তমের অগ্রে যাই। তোতা কহিলেক শুন কর্ত্রী তোমাকে প্রতি রাত্রিতেই বিদায় করি কি কারন তুমি গৌন করিতেছ ইহাতে আমি ভয় পাইতেছি যদি অকস্মাৎ তোমার স্বামী আসিয়া পঁহুছেন তবে স্বর্নকার সুত্রধর দরজি আর ওদাসীন এই চারি ব্যক্তিতে যেমন কলহ হইয়াছিল কিন্তু কাহাক কিছু ফল হইল না পাছে সেইরূপ হয়। ইহা শুনিয়া খোজেস্তা প্রত্যুত্তর করিলেন যে এই

চারি জনের কি প্রকারে কলহ হইয়াছিল তাহা কহ ।—

তোতা কহিলেক যে এক কালে এক স্বর্ণকার এক সূত্রধর এক দরজি আর এক ওদাসীন এই চারি ব্যক্তি একত্রেতে বিদেশে গমন করিল ও এক রাত্রে এক মাঠেতে থাকিল এবং তাহারা পরস্পর কহিল যে মাঠেতে অদ্য রাত্রিতে সকলে এক কালে নিদ্রা যাইতে পারিব না অতএব চারি জন চারি প্রহর রাত্রি চৌকিদারি করিব এই কথা

সেই চারি জনে বিবেচনা করিল। প্রথম প্রহর
সূত্রধর চৌকিদারি করিতে লাগিল সূত্রধর আপন
নিদ্রা দূর করিবার কারন বাইস বাহির করিয়া
এক কাষ্ঠ সেই স্থানে ছিল তাহাহইতে এক স্ত্রী
মূর্ত্তি গঠন করিল। দ্বিতীয় প্রহরে স্বর্নকার নিদ্রা
হইতে ওঠিয়া আপন চৌকিতে নিযুক্ত হইয়া সেই
কাষ্ঠ পুত্তলিকা দেখিয়া অনুমান করিলেক যে
সূত্রধর এই দারু পুত্তলিকা গঠন করিয়া আপনার
গুন প্রকাশ করিয়াছে কিন্তু বিনা অলঙ্কারে

পুত্তলিকা সুন্দরী দেখায় না অতএব পুত্তলিকার কর্ন গলা হস্ত পাদের জন্য অলঙ্কার গড়িয়া পরাই তবে অতি সৌন্দর্য্য হইবেক স্বর্নকার ইহাই বিবেচনা করিয়া দিব্য অভরন গঠন করিয়া পুত্তলিকাকে ভূষিতা করাইলেক। যখন তৃতীয় প্রহর হইল তখন দরজি নিদ্রাহইতে জাগ্রত হইয়া আপনি চৌকি দিতে আরম্ভ করিয়া দেখি লেক যে এক কন্যা দারুময়ী অলঙ্কারেতে ভূষিতা কিন্তু ওলঙ্গ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পরে দরজি বিবাহের কন্যার ন্যায় ওত্তম বস্ত্রাদি সেলাই করিয়া সেই কাষ্ঠের পুত্তলিকাকে পরিধান করাই লেক তাহাতেই বড় রূপ লাবন্য হইল। অনন্তর ওদাসীন চতুর্থ প্রহরের সময় নিদ্রা ত্যাগ করিয়া চৌকিদারি কার্য্যে ওপবিষ্ট হইয়া সেই মনোহর কাষ্ঠ পুত্তলিকাকে দেখিয়া আপন হস্তপাদ প্রক্ষাল নের পর ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া তাঁহার স্থানে প্রার্থনা করিলেন যে হে ভগবান এই কাষ্ঠ পুত্তলি কাতে প্রান দেও। তৎক্ষনাৎ ঈশ্বর প্রান দিলেন।

এই স্ত্রী আমাকেই অর্শে। দরজি কহিলেক যে
কন্যা উলঙ্গ ছিল আমি বস্ত্র সেলাই করিয়া
পরাইয়া লজ্জা রক্ষা করিয়াছি একারন এই নারীকে
আমিই পাইব। ওদাসীন কহিলেক যে কাষ্ঠপুত্ত
লিকা ছিল আমার প্রার্থনাতে জীবন পাইয়া মনুষ্য
হইয়াছে অতএব এই স্ত্রীলোককে আমিই
গ্রহন করিব। এইরূপে ইহারদের চারি জনে
পরস্পর বিবাদ হইতেছিল ইতিমধ্যে অকস্মাৎ
এক জন সেই স্থানে উপস্থিত হইলে তাহারা

পরে কাষ্ঠমূর্ত্তি প্রাণ পাইয়া মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিতে লাগিল। যখন নিশা অবসান সূর্য্য উদয় হইলেন তখন তাহারা চারি ব্যক্তি শয়নহইতে গাত্রোত্থান করিয়া সেই মূর্ত্তির উপর আসক্ত এবং মুগ্ধ হইলেন। পরে সূত্রধর কহিল যে প্রথম আমি দারু ছেদন করিয়া মূর্ত্তি গড়িয়াছিলাম অতএব এই স্ত্রী আমার আমিই লইব। স্বর্ণকার বলিলেক যে আমার গহনাতে এই স্ত্রী বিবাহের কন্যার মত সুন্দরী হইয়াছে এই জন্যে

চারি জন সেই ব্যক্তিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেক যে এই স্ত্রীকে কে পাইবেক ?। সে পুরুষ শুনিয়া উত্তর করিল যে এ আমার স্ত্রী তোমরা ইহাকে ভুলাইয়া আমার বাটীহইতে বাহির করিয়া আনিয়াছ তারপর সেই পুরুষ ইহারদের চারি জনকে সে স্ত্রী সুদ্ধা সে স্থানের কোটালের নিকট লইয়া গেল। তারপর কোটাল সেই কন্যাকে দেখিয়া কহিলেক যে এ আমার সহোদরের পত্নী আমার ভ্রাতা ইহাকে সঙ্গে করিয়া বিদেশ গমন করিয়াছিলেন কিন্তু তোমরা ভ্রাতাকে নষ্ট করিয়া এই স্ত্রীকে লইয়া আসিয়াছ। তাহার পর কোটাল এ সকলকে ধরিয়া কাজির নিকট লইয়া গেল। কাজি সেই কন্যাকে দেখিয়া তাহারদিগকে জিজ্ঞাসিলেন যে তোমরা এই নারীকে কোথায় পাইলা ? এই স্ত্রীলোক বহু দিবস আমার দাসী ছিল আমার বাটীহইতে বিস্তর জিনিস আর নগদ মুদ্রা লইয়া পলাইয়াছিল এখন আমার চেড়ীকে আমি পাইলাম কিন্তু সে সব

অর্থ আর সামগ্রী কোথায় তাহা তোমরা এক্ষনে আনিয়া উপস্থিত করহ। এইরূপে পরস্পর অতিবাদ কলহ উপস্থিত হইলে কৌতুক দেখিবার কারন বিস্তর মনুষ্য আইল তাহারদের মধ্যে এক জন বৃদ্ধ ছিল সে কহিলেক এ কলহ কাহাকহইতে নিষ্পত্তি হইবেক না ফলানা দেশেতে এক পুরাতন বৃহৎ বৃক্ষ আছে যে বিষয় মনুষ্যহইতে শেষ না হয় সে তরুর সমীপে যাইলে তাহা স্থির হয় যে এ প্রকৃত কি মিথ্যা এই শব্দ তাহাহইতে বাহির হয়। ইহাই শুনিয়া ঐ সাত জন পুরুষ সেই কন্যাকে সঙ্গে করিয়া বৃক্ষের নিকটে যাইয়া বিস্তারিত কহিল। পরে সেই তরু আপনি বিদীর্ন হইল ও সেই কন্যা শীঘ্র যাইয়া ঐ বৃক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলে সেই বৃক্ষ পূর্ব্বমত সংযুক্ত হইল এবং কন্যার গাত্রের গহনা আর বস্ত্রাদি বাহিরে রহিল। পরে বৃক্ষ কহিল যে যাহার বস্তু তাহা তেই মিলন হইল। শেষে ঐ সাত জন কন্যাকে না পাইয়া অতিলজ্জিত হইয়া গমন করিল।